IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলা মঙ্গলকাব্যে ব্রতানুষ্ঠান

Bangla Mangalkabye Brotanusthan

ড. বিভূতিভূষণ বিশ্বাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়

কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

'ব্রত' শব্দের অর্থ পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ বা পাপনাশের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য, নিয়মরূপে অনুষ্ঠেয় ধর্মনুষ্ঠান, সৎকর্ম, সংযম, তপস্যা। বাঙালি ভাবপ্রবণ জাতি। এই বাঙালি জাতি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের ব্রত- উৎসব- অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে সেই আদিকাল থেকে□ বাংলার মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মভিত্তিক সৃষ্টির বহু পূর্বকাল থেকেই বাংলার ব্রতকথার মধ্যে দিয়ে নানা ধরনের ব্রতানুষ্ঠান পালিত হত। তৎকালীন মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে নিশ্চয়ই এই ব্রতের সন্ধান রয়েছে প্রচুর□ বাঙালির বাঙালিয়ানা সংস্কৃতির ইতিহাস পুনর্গঠন করতে হলে বাংলার ব্রত কথার প্রতি দৃষ্টি দিতেই হবে। ব্রতের মধ্যে নিহিত রয়েছে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির অজস্র উপাদান□ তাই বাংলার ব্রতের মূল্য অপরিসীম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন-

"খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সুক্তগুলিতেও সমগ্র আর্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ-দু'এরই মধ্যে লোকের আশা আশঙ্কা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দু'-এর মধ্যে এই জন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে। নদী সূর্য এমনি অনেক বৈদিক দেবতা, মেয়েলি ব্রতেও দেখি এঁদেরই উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হচ্ছে□"

ব্রতের মধ্যে সমাজজীবনের ছবি কীভাবে ফুটে উঠেছে তা নিয়ে অবীন্দ্রনাথ তেমনভাবে আলোচনা করেননি। তবু তাঁর কথার মধ্য দিয়ে সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

"একজন মানুষের কামনা এবং চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত-অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া, কিন্তু ব্রত তখন যখন দশে মিলে এককাজ এক-উদ্দেশ্যে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হলো - এদের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন যে মিলছে, কেন যে একের অনুকরণ দশে করছে, সেটা দেখবার বিষয় হলেও আমরা সে-সব জটিল প্রশ্নের এখন যাবো না। একজনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুই-ই ক্রিয়া-কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্য-. কামনার সফলতাই তার শেষ-এই তফাত "

সে যাই হোক বলতে দ্বিধা নেই যে ব্রতের মাধ্যমেই বঙ্গ-রমণীর তথা ভারতীয় রমণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরাণের কাহিনী ব্যক্ত হয়। আমরা জানি মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ-কথকতা, মঙ্গল গান, কীর্তন ইত্যাদি মৌখিক ছড়ার মাধ্যমে সকলে ভাবের আদান-প্রদান করত।বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশে এমন কোন মাস নেই যে সে মাসে কোন না কোন ব্রত পালিত হয় না। মূলত নারীর কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনাই ব্রত।অর্থাৎ কোন কিছুর কামনা প্রার্থনায় নারীসমাজ আন্ত্রিকভাবে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে তা-ই হল ব্রত। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় - " কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।" 'বৃ' ধাতু থেকে 'ব্রত' শব্দের সৃষ্টি। 'ব্রত' কথাটির সাধারণ অর্থ হল- নিয়ম বা সংযম। ব্রতের মাধ্যমে যে দিক গুলি প্রস্ফুটিত হয় তা হল-

১। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দান করে ব্রত।

২। বঙ্গ-সমাজের নারীকেন্দ্রিক লোকায়ত ধারার অন্তর্গত ব্রত কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তারও ধারণা দান করে।

৩। বঙ্গসমাজের বাস্তবতা চিত্রিত হয় এখানে।

৪। ব্রতের মাধ্যমে পুরাকালের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা, নাট্যকলা, নৃত্যকলা, গীতকলা, উপন্যাস, উপখ্যান সবই ফুটে ওঠে।

৫। ব্রতের মাধ্যমে শুধুমাত্র পুরাকালের ছবি নয়, তৎকালীন সমাজ-জীবনের বিচিত্রমুখী চিত্র ধরা পড়ে।

৬। ব্রতের মাধ্যমে একের কামনা অথবা একের মনের দোলা দশকে দুলিয়ে একটা ব্যাপার হয়ে নাচে-গানে-ভোজে ইত্যাদিতে নারী সুলভ মানসিকতা ফুটে ওঠে।

৭। ব্রত যদিও কামনা-বাসনার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া তবুও ব্রতের মধ্যে কবিতা, চিত্র, উপখ্যান, গদ্য-পদ্য এবং মণ্ডনশিল্প ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ হতে দেখা যায়।

৮। ব্রত একক ক্রিয়া অনুষ্ঠান নয়, একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয় ব্রতানুষ্ঠানে।

৯। ব্রতের মধ্যে সর্বদাই একটা কামনা প্রকাশিত হয়। কামনা বাসনার বাস্তব রূপায়নের জন্যই ব্রতের আয়োজন।

১০। বাংলার মেয়েলি ব্রতের কতকগুলি পর্যায় রয়েছে। যা হল- আহরণ, আচরণ, কামনাজ্ঞাপন, ব্রতকথা শ্রবণ ইত্যাদি। আহরণ অর্থে, ব্রতে যে সমস্ত জিনিস লাগবে তা সংগ্রহ করা। আচরণ হল ব্রতে পালিত নিয়মবিধি। এই পর্বের অন্যতম প্রধান আচার হল আলপনা দেওয়া। আর এই আলপনা হল কামনা-বাসনার প্রতিচ্ছবি। আর সর্বশেষ পর্ব হল ব্রতকথা শোনা।

বঙ্গীয় পঞ্চদশ শতাব্দী সাহিত্যাকাশ বলতে আমরা যে মঙ্গলকাব্যের ভাণ্ডার পাই সেখানে যে সমস্ত ব্রতের সন্ধান মেলে, তাকে সামনে রেখে তৎকালীন ব্রতানুষ্ঠানের কথাকে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। যদিও আমরা বাঙালি, তাই কত রকমের ব্রতের নিদর্শন বাঙালির রয়েছে সে সম্পর্কে কতজন কি তালিকা প্রদত্ত করেন তাতে সন্দেহের বাতাবরণ সকলের মত আমারও খানিকটা রয়েছে। যেমন মনে পড়ে অশোক ষষ্ঠী, অরণ্য ষষ্ঠী ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, আদর সিংহাসন, আদা-হলুদ, ইতু, কুমারী পূজা, কুলুই পূজা,কাল কুমারী পূজা, চাঁপদানি ব্রত, জন্মষ্ঠী ব্রত, জামাইষষ্ঠী ব্রত, জিতাষ্টমী ব্রত, তুষ তুলসী ব্রত, দশ পুতুল ব্রত, দুর্গা ষষ্ঠী ব্রত, নীল ষষ্ঠী ব্রত, পাটাই ষষ্ঠী ব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, বাণব্রতের উৎসব, মাঘ মন্ডল ব্রত, মেছেনি ব্রত, মেঘ রানীর ব্রত, যমপুকুর ব্রত, ষষ্ঠী ব্রত, সবুজ পাতার ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, হরিচরণ ব্রত, হেলেনা ব্রত প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যাকাশে পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই মঙ্গলকাব্যের জয়জয়কার। এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাপ্ত ব্রত কথার বেশিরভাগ জায়গাটি দখল করে নিয়েছে দেবী মনসার একাধিপত্য। এই মনসা ব্রত ছাড়া তৎকালীন যেসমস্ত ব্রতের সন্ধান মেলে তা হল দশহরা ব্রত, সূর্যব্রত, একাদশী ব্রত। প্রত্যেক ব্রতের মত এই ব্রত গুলি পরিবারের কল্যাণ কামনার বার্তা বহন করে।

"উচ্চতর সমাজে যাঁরা স্থান পাননি, বেদ ও পৌরাণিক শাস্ত্র যাদের কথা বলেনি, শাস্ত্র নির্দেশিত মন্ত্রে যাঁরা পূজিত নন সেই অধিকাংশ লৌকিক শাস্ত্র বহির্ভূত দেবতারা ব্রতে পূজিত হতেন। প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজজীবনের পল্লি-রমণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সরল বিশ্বাস-সংস্কারের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ব্রতের কথায় উঠে আসে।"

কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছে মূলত মেয়েরাই। মেয়েরাই পুরুষকে নীড় বাঁধার স্বপ্নে শামিল করেছে। মাতৃতান্ত্রিক যুগে কৃষিকাজের উৎপত্তি। এই সমস্ত মেয়েরাই তাদের নিজস্ব ব্রতের মাধ্যমে রক্ষিত করে রেখেছে বহু প্রাচীন আচার-আচরণ এবং বিশ্বাস সংস্কারকে। দেবী মনসা নিম্নবর্গের চেতনায় এক জাগ্রত দেবী। এই মনসাকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গলের পালা গান শুধু সেযুগে নয় আজও গ্রামবাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়। নিম্নবর্গের মানুষের মনে আজও দেবী মনসা হলেন সর্পরাজ্ঞী ধনদাত্রী এবং সন্তানদাত্রী। মনসা এক বৈশাখ মাস থেকে পরের বৈশাখ মাস পর্যন্ত নিজের ধারাবাহিক দুঃখের কথার মধ্যে দিয়ে নিজের ব্রতের সম্পর্কে বলেছেন-

"এইতো আষাঢ় মাসে জগত হরষিত

চৌদিগে মনসা পূজা গাইনে গাহে গীত।।

পাতিয়া বিচিত্র ঘট সমুখে গীত গায়ে।"

ব্রত কথায় দেবী মনসার ঘটে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। জালু-মালু এবং তার মা যেভাবে ঘট সরা নিয়ে দেবীর কাছে ভক্তি অর্পণ করেছে তাতে ব্রত পালনের নিয়ম আচারের সাক্ষাৎ মেলে। বিজয় গুপ্তের কাব্য- মধ্যে চাঁদের পত্নী সনোকা ভক্তি নম্র- চিত্তে দেবীর ঘটে দেবীকে আবাহন করে। অর্থাৎ ঘটপূজা যে সেকালে প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া আরো যে সমস্ত ব্রতের সন্ধান মেলে তা হল- দশহরা ব্রত, সূর্যব্রত, একাদশী ব্রত, খন্ড ব্রত ইত্যাদি।

কতকগুলো কাঙ্খিত সুখ কে পাবার আশায় ষোড়শ শতাব্দীতে নারীরা দেবী চণ্ডীর ব্রত করেছে। যা হলো- নিরুদ্দেশে স্বামীকে ফিরে পাবার আশায়, সন্তানবতী হওয়ার আশায়, হারানো সম্পদ ফিরে পাবার আশায়, সপত্নীর ভালোবাসা লাভের প্রত্যাশায়। তাই কবিকঙ্কনের অভয়ামঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী খুলনাকে বরদান করেছেন নিরুদ্দেশ স্বামীকে গৃহে ফিরে পাবার আশায়-

"আমার ব্রতের ফলে আসিবেক পতি।

পতির প্রেমের ধামে হবে পুত্রবতী।।"

এই সময় আর যে সকল ব্রতানুষ্ঠানের সন্ধান মেলে তা হল- ষষ্ঠী পূজা, চন্ডী পূজা, শিব পূজা, ধর্ম পূজা, কুল দেবতার পূজা ইত্যাদি।

বাংলা প্রকৃত ধর্মের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় ব্রতের মাধ্যমেই। ব্রতে মেয়েরাই করেন পৌরোহিত্য। সুখ-সমৃদ্ধির আশায় ব্রতের জন্ম হয়েছে। ব্রতের সর্বশেষ গুণ হলো সমন্বয়-ধর্মীতা। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত ব্রতের প্রচলন ছিল তার মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল মনসা ব্রত। এই সময় শ্রাবণ মাসে মনসা দেবীর ঘটে বা মূর্তি স্থাপন করে মনসা ব্রত পালন করা হত। এই ব্রত মূলত পালন করা হত বন্ধ্যাত্ব

মোচনের এবং দুরারোগ্য থেকে মুক্তির আশায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে মনসাব্রত পালনের কথা বলেছেন-

" ভাদ্র মাসেতে লোক পূজিব তোমারে।

হইব আরফাব্রত পৃথিবী ভিতরে।।

পান্তা ওদন দিয়া পূজিবেক তোমা।

আশ্বিনে অনন্ত পূজা চিত্তে নাহি সীমা।।

কার্তিক মাসে তে পূজা কহনে না যায়।

সিজের সহিতে বৃক্ষ পূজিব তোমায়।।”

মনসাব্রত ছাড়া আর যে সমস্ত ব্রতের সন্ধান মেলে তা হল আরফাব্রত, দশহরা ব্রত, একাদশীব্রত, চন্ডীব্রত, অষ্টমীব্রত, নিরঞ্জনব্রত, লক্ষীর ব্রত, অম্বুবাচী ইত্যাদি। বলা চলে ব্রতকথার সম্পূর্ণ এবং সম্প্রসারিত রূপ হল মঙ্গলকাব্য। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে কোনো-না-কোনো ব্রতের সন্ধান মেলে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন-

" নানান ঋতুর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূল দেবতা, অপদেবতা, নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য কামনায়, সৌভাগ্য কামনায়- এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করার জন্য ব্রত করেছে।"

পরিবারের কল্যাণের আশায় মগ্ন হত নারীরা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রমুখ মঙ্গলকাব্যে নানা ধরনের ব্রতের সন্ধান মেলে। যেমন মনোপুত স্বামীর আশায় কুমারী মেয়েরা পালন করে শিব চতুর্দশী ব্রত। যেমন-

"কর্পুর কহেন তত্ত্ব শুন মহারাজা

শিবরাত্রি চতুর্দশী শংকরের পূজা

এ ব্রত অসুর অমর নরলোকে।

ভবিষ্য পুরাণ কথা শুনি কবি মুখে।।

পার্বতী প্রকাশ কৈল্য উদ্ধারিতে জীব।

এই ব্রতে সর্বদা সদয় সদাশিব।।"

অন্নদামঙ্গল কাব্যে নানা ধরনের ব্রতের উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

"এই চৈত্র মাস হইল মোর ব্রতমাস ।

শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস।।

এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি।

ধন্য সে এ দিনে যে করে অতিথি।।"

বাংলার ব্রত বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার তাগিদ থেকে ব্রতের সৃষ্টি। বিশেষ রীতি আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রত পালিত হয়। বাংলার প্রতিটি ব্রতের মধ্যে রয়েছে একটি করে কাহিনী। কিন্তু আগ্রাসী নগরকেন্দ্রিকতা আমাদের গ্রাম বাংলার তথা আঞ্চলিকতাকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করে চলেছে। আঞ্চলিক মন মানসিকতাকে ক্রমান্বয়ে গিলে ফেলেছে এই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। গ্রাম্য জীবনের পরিবার কেন্দ্রিকতার তথা গ্রাম্য সংস্কার আজ হারিয়ে যাবার মুখে। কিন্তু বাঙালির বাঙালিয়ানাকে জানতে হলে গ্রাম্য সংস্কার ভুলে গেলে একদিন বাঙালি জাতি তার জাতি-সত্তাকে জলাঞ্জলি দিবে। পরিবারকেন্দ্রিকতার অন্তঃপটে বিন্দুতে সিন্ধুর নিদর্শন পাওয়া যায় নানা ধরনের গ্রাম্য-সংস্কারের মধ্যে। বাংলার অন্তর ছোঁয়া লুকিয়ে রয়েছে এই ব্রত-অনুষ্ঠানের ভিতর□ বাংলার ব্রত আমাদের গর্ব□ কিন্তু যা আজ হারিয়ে যাবার মুখে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। http://www.ebanglalibrary.com/3679/
২। http://www.ebanglalibrary.com/3679/
৩। মল্লিক, দীপঙ্করঃ লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য (লোকসংস্কৃতি ও মঙ্গল্কাব্যের তুলনামূলক পাঠ), দিয়া পাবলিকেশন, কল-০৯, ১৪২০, পৃ-৮২
৪। সেন, ড. সুকুমারঃ বিপ্রদাসের মনসাবিজয় (সম্পা, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, পৃ-৪৯৮
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমারঃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, মুকুন্দ চক্রবর্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রিঃ ১৯৯৬, পৃ-১০৩
৬। ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহনঃ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (সম্পা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ খ্রি. পৃ-১৩৪
৭। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথঃ বাংলার ব্রত, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ-১৭
৮। মহাপাত্র, পীযুষকান্তিঃ শ্রীধর্মমঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ খ্রি. পৃ-২১৮
৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস সজনীকান্তঃ অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র (সম্পা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ-১২৭